মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে স্বেচ্ছাসেবক লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন ও বৃক্ষরোপণ

মেহেরপুরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর মুজিবনগর আম্রকাননে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সহ-সভাপতি কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন। রাজনৈতিক সফরে মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের মেহেরপুর জেলা সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন সহ বিভিন্ন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেন ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্স এর মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি হাসানাজ্জুমান লাল্টু মহাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এর আগে মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান অতিথি। এ সময় দলটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন

আজ শনিবার ২৬ আগষ্ট, শোকের মাস আগষ্ট উপলক্ষে সকাল ১১টায় বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনিবার্হী পরিষদের সহ-সভাপতি কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মুজিব নগর আম্রকাননের স্মৃতিবেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং পরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে গঠিত হয়, এরপর তৎকালীন ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথতলার (বর্তমান মুজিবনগরের) আম্রকাননে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানের নামকরণ মুজিবনগর করেছিলেন।

বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক মতিউর রহমান মতিন, সদস্য সচিব আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ডালিম হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সোহাগ, মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য শাহ অলিউল্লাহ সোহাগ, আনিসুজ্জামান শুভ, রাব্বি এবং মেহেরপুর সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব রাশেদুল ইসলাম আনন্দ, প্রস্তাবিত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হানিফ খান প্রমুখ ।

মেহেরপুরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের ত্রৈ-মাসিক সমন্ময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)এর হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আবুল হাশেম ,মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ আল মামুন, নারী নেত্রী মোছাঃ রোজিনা খাতুন ও মীর ফারুক হোসেন।

সভার কার্যবিবরনী পাঠ করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার। মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্তমান পারিবারিক সহিংসতা সহ নারী ও শিশু নির্যাতনের উপর বিভিন্ন তথ্য বহুল আলোচনা করে সকল ধরনের নির্যাতিতদের পাশে থেকে এই কমিটি কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়।

এ ছাড়াও মেহেরপুর সদর উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম এর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল।

পৃথিবীর এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নীপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ, মেয়ে বেবি ও সুকান্তবাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন। সে সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

মেহেরপুরে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ আহত ২

মেহেরপুরের শোলমারি গ্রামে জমিজমা নিয়ে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুই জন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামে জমি এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আপন দুইভাইয়ের সংঘর্ষে মৃত অলী মন্ডলের ছেলে হাশেম (৫০) ও আব্দুল হাসেমের ছেলে ওমর ফয়সাল(২৩) এবং অপর পক্ষ মৃত অলী মন্ডলের ছেলে কাশেম মিয়া(৪৮) ও কাশেমের ছেলে হাবিবুর রহমান(২৪) আহত হয়েছেন।

এলাকাবাসী জানায় হাসেমের বাড়ির পানি নিষ্কাশন কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে মারামারির সূত্রপাত হয়। এসময় কাশেমের ছেলে হাবিব খেজুর গাছ কাটা দা দিয়ে হাশেমের পায়ে কোপ দেয়, এসময় হাশেমের ছেলে ওমর ফয়সালও মাথায় আঘাত পেয়ে জখম হয়।

পারিবারিক ও স্থানীয় লোকজন তাদের দুজনকে চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শষ্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মেহেরপুর নিয়ে আসে। হাশেমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা জানিয়েছে এবিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে শত বছরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির। মন্দিরটিকে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা জেলার কেন্দ্রীয় মন্দির হিসেবে গণ্য করে। জেলার সর্ব প্রাচীন মন্দির বলে এই মন্দিরটি স্বীকৃত হলেও এর স্থাপনকালের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি।

তবে ধারণা করা হয় রাজা গোয়ালা চৌধুরী কিংবা তার পরবর্তী বংশধরেরা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের দেওয়ালে লেখা আছে বাংলা ১৩৩২ সালে নিত্য গোপাল সাহার স্ত্রী পাচু বালা দাসী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে বালা দাসীর মূর্তি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার ও তাদের দোসররা এই মন্দিরে আক্রমণ করে এবং বালা দাসীর মূর্তিটি ধ্বংস করে দেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মূর্তি স্থাপন করে নিয়মিত পূজা অর্চনা চালু করে। প্রতি বছর এখানে কালীপূজা, দূর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসের শেষ সংক্রান্তিতে এই মন্দিরকে ঘিরে বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা বসে। বৈশাখ সংক্রান্তি মেলার আগের জৌলুস এখন আর নেই। তবে নিজ ও সমাজের মঙ্গল কামনাতে প্রতিবছর এই মন্দির প্রাঙ্গনে চলে পাঠা বলিদান।

বড়বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস বলেন,থব্রিটিশ

আমল থেকেই এই মন্দিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলীরা পুজা অর্চনার জন্য আসত।এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পুজা করতে মানুষ আসে এই মন্দিরে পুজা দিতে।’

মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরের সেবাইত পুরোহিত শ্রী তপন বন্দোপাদ্ধায় ১৯৮৯ সাল থেকে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন কীছেন। তিনি বলেন,থ অবিভক্ত ভারতের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। ভারত ভাগের পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তেহট্টের বেতায় নামক স্থানে মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের একটি শাখা চালু করে ওখানকার ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মাবলীরা। বেতায়ের সেই মন্দিরের সকল কার্যক্রম মেহেরপুর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সাথে সমন্বয় করে একই সময়ে একই রীতিতে করা হয়।

‘তিনি আরোও বলেন, ১৯৭১ সালে বালা দাসীর মূর্তিটি ভেঙে গেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মন্দিরের ভিতর বালা দাসীর ভাঙ্গা বিগ্রহ স্থাপন করে। ২০০৪ সালে মন্দির কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে বালা দেবীর বিগ্রহ ভৈরবে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।’

মুজিবনগরে চার্চ অব বাংলাদেশ বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্ট

মুজিবনগরে যুব সমাজে শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি এবং মাদকমুক্ত যুব সমাজ গড়ার লক্ষে চার্চ অব বাংলাদেশ বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে ডিনারীর অন্তর্গত প্যারিশ ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিশপ কুষ্টিয়া ডায়োসিস রাইট রেভা:হেমেন হালদার এর সভাপতিত্বে, বল্লভপুর ডিনারীর ডিন রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিশপ মহোদয়ের সহধর্মিনী কুষ্টিয়া ডায়াসিসের উইমেন্স ফেলোশিপ এর কনভেনর জেসিকা সুপর্ণা হালদার,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, ডিনারী সম্পাদক রিপন সরকার রিন্টু, বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এডমিন বিনিময় বিশ্বাস,রেভা:উজ্বল বিশ্বাস,রেভা: কর্নেলিয়াস মন্ডল, রেভা: গণেশ মার্ডিসহ ডিনারী অন্তর্গত প্যারিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ।

দিন ব্যাপি এই ফুটবল টুর্নামেন্টে কার্পাসডাঙ্গা, সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর, নিত্যানন্দপুর,ইম্মানুয়েল চার্চ বল্লভপুর প্যারিশ, যুগিন্দা এবং ডিনারী কমিটিসহ ৬ টি ফুটবল দল অংশগ্রহন করে।

লিগভিত্তিক এই খেলায় সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর এবং নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইবেকারে নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল সাধু-পিতরের গির্জা রতনপুর ফুটবল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে আ.লীগ নেতা আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ

মেহেরপুর বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে গণসংযোগ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

গতকাল বৃহস্সপতিবার সদর উপজেলার রাজাপুর, রাধাকান্তপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে তিনি গণসংযোগ করেন। এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেনেএবং নৌকা মার্কার প্রচারণা করেন।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন ধরে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদীয় বিভিন্ন গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

মেহেরপুরে অপহরণের সপ্তাহ পার হলেও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী

মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায় অপহরণকারীসহ তার পরিবারের ৫ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন মেয়ের পিতা মন্টু মোল্লা। এক সপ্তাহ পার হলেও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী বৈশাখী খাতুন।

মন্টু মোল্লা মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মৃত দারেজ মোল্লার ছেলে।

অপহরনের দায়ে অভিযুক্তরা হলেন একই গ্রামের আলী হোসেন, তার স্ত্রী আলতা খাতুন, ছেলে সুমন, মেয়ে জান্নাতুল খাতুন ও রিপন হোসেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মন্টু মোল্লার মেয়ে অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী বৈশাখী খাতুনকে আলী হোসেনের ছেলে সুমন (২১) প্রায় দুই মাস যাবৎ আমার মেয়েকে উত্যেক্তা করে আসছে। বৈশাখি খাতুন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে অপহরনকারী সুমন বিভিন্ন খারাপ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাকে উত্ত্যেক্তাসহ কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তার সেই কুপ্রস্তাবে বৈশাখী খাতুন সাড়া না দিলে বিগত ১৭ আগস্ট বেলা ১ টার দিকে আশরাফপুর বাউনঘাট এলাকায় অভিযুক্তরা সবাই তার পথ আটকে বৈশাখীকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ খবর পাইনি।

এঘটনায় অপহরণকারী সুমন ও তার পরিবারের ৫ জনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভূক্তভোগী পিতা মন্টু মোল্লা।

তিনি বলেন, আমার ছোট নাবালিকা মেয়েকে তারা জোরপুর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত পুলিশ তাদের কোনো খোঁজ পাইনি। এব্যাপারে থানায় মামলা করার পর সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাত্র একদিন সুমনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সুমনের মায়ের মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছিল। তার কয়েক দিন পর সেই মোবাইল ফোন ফেরৎ দিয়ে এসেছে।

সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, ওই ছাত্রীকে উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবেও কথা বার্তা চলছে উদ্ধারের। মেয়েটি এর আগেও একই ছেলের সাথে দুই বার চলে গেছিল। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

মেহেরপুরে নির্যাতিত নারীর পাশে মউক প্রতিনিধি দল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের প্রতিবেশি কর্তৃক নিযার্তিত অসহায় নারী আরজিনা খাতুনের (৩২) সাথে দেখা করেছে ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে আর্জিনার সাথে দেখা করেন তারা। এসময় মউক প্রতিনিধি নির্যাতিত আর্জিনার শারিরীক অবস্থার খোঁজ খবর নেন ও ঔষুধ পত্র দেওয়ার পাশাপাশি আইনগত সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা খাতুন ও প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ আবুল কালাম ও অন্যজন।

জানা গেছে, প্রতিবেশি আঃ কুদ্দুসের নেতৃত্বে তার ছেলেরা গত ১৫ই আগষ্ট আর্জিনা খাতুনকে শারীরিক নির্যাতন করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মউকের ৩ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি প্রতিনিধি

দল নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণী জানতে পারে।

উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে মেহেরপুর বিজ্ঞ সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা করানো হয়েছে। যার মামলা নং সি আর ৬৩১/২৩।

মুজিবনগরের শিশু ধর্ষক তসলেম উদ্দীন গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার আসামি তসলেম উদ্দীনকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বড়বোলদিয়া বাজারে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

তসলেম উদ্দীন মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বিলাত মিস্ত্রীর ছেলে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ধর্ষক তসলেম উদ্দীন ঘটনার পরপরই গা ঢাকা দেন। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তার লোকেশন নিশ্চিত হয়ে ডিবি পুলিশের একটি টিম দর্শনা থানার বড়বোলদিয়া বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আব্দুল আলীম, এসআই মো: আশরাফুল ইসলাম, এসআই মো: ইস্রাফিল, এসআই উত্তম কুমার, এসআই খালিদুর আশিক অভিযানে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ আগস্ট দুপুর দেড়টার দিকে তসলেম প্রতিবেশী ৪ বছর

বয়সি শিশুকে ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি ঘাসের জমিতে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটি তার বাড়িতে এসে বললে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেন। এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে ধর্ষণের অভিযোগ এনে নারী ও শিশু দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০২০) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২২, তারিখ ২২/০৮/২৩ ইং।

এদিকে ধর্ষক তসলেম উদ্দীনের বিচার দাবী করে থানার সামনে শত শত লোক বিক্ষোভ মিছিল করেন।